

সেইদিনে প্রযুক্তির সাহায্যে খুঁজে বের  
মানুষ আউটরাম ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিলেন  
পরি তালিকায় সাগরমেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে  
পূর সাহায্যে এই হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির  
পরিচয়, মেলা চলাকালীন নানা ছোট-মাকার  
১০৮ জনকে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি  
সাগর অভিযানে ১৫০-এর বেশি গাড়ির



বৃহস্পতিবার তোলা নিজধ্ব চিত্র

করোনা পজিটিভ করা পড়েন। করোনা মোকাবিলায় কোনও রকম ফাঁকমোকা  
রাখতে চায়নি জেলা প্রশাসন। কোভিড হাসপাতাল থেকে সেফ হোম— সব  
জায়গাতেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় বেড তৈরি রাখা হয়েছিল। সাগরমেলাতেও ছিল  
অইসোলেশন ওয়ার্ড। কিন্তু একজনও পজিটিভ করা পড়েননি। জেলাশাসক  
পি উলগানাথন বলেন, আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কোনও পজিটিভ কেস  
না। এটাই মেলায় বড় সাফল্য।

### সংসার টানতে শিব-সাজ

করোনার জেরে জীবিকায় টান পড়েছে। অগভ্রা বহরপুী সেজেই অতিরিক্ত  
রোগজ্ঞার করতে গঙ্গাসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ডানচালক। ডায়মন্ডহারবারের  
দীপক মণ্ডল এখন সংসার চালাতে শিব সেজেই দিন গুজরান করছেন। এই  
বেশে তাকে দেখে অনেকেই এগিয়ে আসছেন, সেলফি তুলছেন। ভালোবেসে  
৫-১০ টাকা ধরিয়েও দিচ্ছেন তাঁর হাতে। তবে আধুনিক যুগের এই শিব  
প্রচারশায়ে দক্ষ। ভিজিটিং কার্ড বানিয়ে মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের বিক্রি  
করছেন। সেই সঙ্গে আবেদন করছেন, মেলা বা কোনও অনুষ্ঠান হলে তাঁকে  
যেন খবর দেওয়া হয়। যেখানেই বলা হোক না কেন, তিনি সেখানে বহরপুী  
সেজে যাবেন।

### সাগরমেলা ‘গ্রিন মেলা’

সাগরমেলাকে ‘গ্রিন মেলা’ করার জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা  
প্রশাসন। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এবার গোটা মেলায় জন্য দেড় লাখ  
শালপাতা অর্ডার করা হয়েছে। শালবনী থেকেই সেসব আনা হয়েছে। এমনটাই  
জানা গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন পর্যদ। সংখ্যাটি গতবারের তুলনায় অল্পত  
৫০ হাজার বেশি। শালপাতার বাটি আনা হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার। অম্বাড়া  
ছুটির অবশেষ থেকে তৈরি অল্পত সাড়ে চার লাখ কারি ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

### গঙ্গাসাগরে মানত-ডুব

১০ বছর বাচ্চা হয়নি। তাই মানত ছিল, বাচ্চা হলে গঙ্গাসাগরে সন্তানকে  
পূণ্যমান করানো। সেই মানত পূরণ হল। ভোরের ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই  
নিজেদের ন’মাসের কন্যাসন্তানকে সাগরে ন্মন করাল পটিনার ঠাকুর পরিবার।  
বাবার কোলে কাঁদতে কাঁদতেই সাগরে ডুব দিল ছোট্ট আর্শি। তিনবার ডুব  
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা বুকে জড়িয়ে নিলেন সন্তানকে। টাওয়েল দিয়ে  
জড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন থাকার জায়গায়।



গঙ্গাসাগরে পূজা দিচ্ছেন মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস (উপরে) ও সৃজিত কু (মাঝখানে)। এক ডক্তের মাধ্যম ই-স্নানের কিট  
হুইয়ে দিচ্ছেন জেলাশাসক (নীচে)। বৃহস্পতিবার তোলা নিজধ্ব চিত্র।

## অত্যাধুনিক উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ হ্যাম রেডিওর

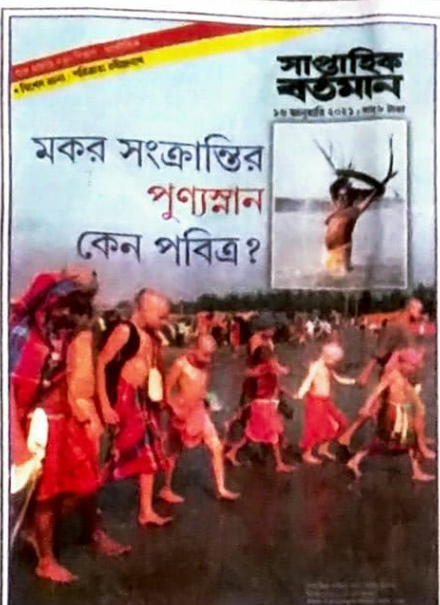
নিজধ্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: গোটা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ  
স্থাপন করার জন্য বিশেষ রকমের স্যাটেলাইট সংযোগ চালু  
করল হ্যাম রেডিও। গঙ্গাসাগর মেলায় পরীক্ষামূলকভাবে  
তারা এই পরিষেবা চালু করেছিল। সংস্থার দাবি, এর মাধ্যমে  
ছোট্ট দ্বীপ থেকে পৃথিবীর যে কোনও  
প্রান্তে যোগাযোগ করা যাবে। আগামী দিনে এর প্রয়োগ  
আরও বৃদ্ধি করা হবে বলে জানিয়েছেন হ্যাম রেডিওর কর্তা  
অধীশ নাগটীপুরী।  
প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগ  
ব্যবস্থা মুখ ধুড়ে পড়ে। স্যাটেলাইট সেবায় মাধ্যমেই এখন  
বার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেবা গিয়েছে, স্যাট  
ফোনও কাজ করে না। সেক্ষেত্রে উপায়? কাতার অধীশ ১০০

নামে এই স্যাটেলাইট সেই মুশকিল স্পর্শন করতে পারে।  
সেটাই এবার গঙ্গাসাগরে অল্প হ্যাম রেডিও। উপগ্রহের  
মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ করতে সাগরে একটি তিন  
বসানো হয়। পরীক্ষামূলকভাবে নানা দেশের সঙ্গে বার্তা  
বিনিময় করা হয়। অধীশবাবুর মতে, বিনা বাধায় সেটা  
সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।  
তা হল, এই উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের সব প্রান্ত  
থেকেই গঙ্গাসাগর নামক একটি জায়গার অস্তিত্ব জানতে  
পারবেন মরহি।  
আগামীদিনে এই ব্যবস্থাপন অন্যান্যভাবেও প্রয়োগ করা  
হবে বলে অধীশবাবু জানিয়েছেন। প্রবল দুর্বল্যেও এটি  
কাজ করবে বলেও তিনি আশাবাদী।

## বিহারে জিতিয়েছেন ওয়াইসি, পশ্চিমবঙ্গেও সাহায্য করবেন

### মন্তব্য বিজেপি সাংসদ সাক্ষী মহারাজের

লখনউ: আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম আসলে বিজেপির ‘বি টিম’। বিরোধী  
লিগগুলির তরফে বারবার এই অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগই  
এবার মান্যতা পেল বিজেপি এমপি সাক্ষী মহারাজের বক্তব্যে। উত্তরপ্রদেশের  
জিলাও থেকে নির্বাচিত এই আসদের দাবি, বিহারের বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে  
সাহায্য করেছেন ওয়াইসি। তিনি এবার উত্তরপ্রদেশের পক্ষায়ত ও পশ্চিমবঙ্গের  
বিধানসভা ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই দুই রাজ্যেও জমী হবে বিজেপি।  
সাক্ষী মহারাজের কথায়, এটা ভগবানের কৃপা। ওনাকে (ওয়াইসি প্রসঙ্গে) দ্বন্দ্ব  
আরও শক্তি দিন। বিহারে তিনি বিজেপিকে সাহায্য করেছেন। উত্তরপ্রদেশের  
পক্ষায়ত ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটেও তিনি আমাদের সাহায্য করবেন।  
বিহারের বিধানসভা ভোটে মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি আসনে জমী হয়েছিল  
ওয়াইসির দল। পাশাপাশি সংখ্যালঘু ভোট কাটাকাটির ফলে বিরোধী মহাজেটিকে  
কেন্দ্র-পাক আসনে এনডিএ শিবিরের কাছে খুব কম ভোটের ব্যবধানে হারতে হয়। এর  
পূরই ওয়াইসির মিমকে বিজেপির ‘বি টিম’ বলে ভোপ নাগে কংগ্রেস। বিহারের  
সম্মুলা কাজে লাগিয়েই এবার উত্তরপ্রদেশের পক্ষায়ত ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত  
নিয়েছে ওয়াইসির দল। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা ভোটেও প্রার্থী  
দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। দুই রাজ্যে জেট গড়ে ভোটে লড়ার  
জোড়াজোড় গুণ করেছে মিম। এজন্য সম্মতি পশ্চিমবঙ্গ সফরও করেছেন ওয়াইসি।  
জিলাও



প্রকাশিত হয়েছে

## মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান কেন পবিত্র?

মকর সংক্রান্তিতে শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ। দেবতার  
জেগে ওঠেন। এই দিনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে পূজা, পুণ্যস্নান  
করলে মানুষের অশেষ কল্যাণ হয়। দেবতাদের আশীর্বাদে  
সকল রোগ-ব্যাদি দূর হয়, সংসার ভরে ওঠে প্রাচুর্যে।  
মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে কী ফল মেলে?  
সেই কথা শোনালেন লোকনাথ চক্রবর্তী।  
সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার। এখনও তাই দেশ-  
বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটে আসেন গঙ্গাসাগরে।  
কেন? পুণ্য সাগরমান আর সাগরমেলার গল্প বললেন  
গৌতম বিশ্বাস।







